বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার

Bangladesh Urban Forum Newsletter

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক | সংখ্যা ১, বর্ষ ১, মে ২০১২ • বৈশাখ ১৪১৯

ফোরাম সচিবালয় থেকে

৫-৭ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ১ম অধিবেশনের ঘোষণা'র আলোকে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত নগরায়ণের ধারা নিশ্চিত ও অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক হিসেবে নিউজলেটার প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা সবার অবদানে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে। এই প্রচেষ্টায় আপনার সহযোগিতা, মতামত বা মূল্যবান পরামর্শ বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় একান্তভাবে কামনা করছে। নগরায়ণ সম্পর্কিত আপনার ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক বা গোষ্ঠিগত যে কোন উদ্যোগ-এর কথা লিখে জানাতে পারেন আরবান ফোরামের নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে এই সংখ্যায় গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসন এবং ইউপিপিআর এর উদ্যোগে ভূমিহীনদের স্থায়ী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এবং অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য থাকছে। বাংলাদেশ আরবান ফোরাম লোগো নির্বাচন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাননীয় বিচারকগণ কর্তৃক নির্বাচিত লোগো নিউজলেটার এর ১ম সংখ্যায় প্রকাশের মাধ্যমে সবার অবগতির জন্য প্রকাশ করা হল। আর, নিউজলেটার এর বর্তমান সংখ্যায় বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ১ম অধিবেশনের ঘোষণা পুনঃপ্রকাশ করা হল।

গত ৩১.০৫.২০১২ সরকার বাংলাদেশ আরবান ফোরামকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠণ করেছে। স্টিয়ারিং কমিটি নগর নীতিমালা, নগরায়ণের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং নগরায়ণের সাথে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে। কমিটির সদস্যদের তালিকা নিচে প্রদান করা হল।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়

সূ চি প ত্র

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার
সংখ্যা ১, বর্ষ ১, মে ২০১২। বৈশাখ ১৪১৯

ফোরাম সচিবালয় থেকে ১
লোগো নির্বাচন ১
প্রতিবেদন ২
সভা ৩
সেমিনার ৩
কর্মশালা ৩
গোলটেবিল ৩
অ্যালবাম ৪-৫
বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ২০১১
৫-৭ ডিসেম্বর ২০১১
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
পুনর্বাসন ৬
সাম্প্রতিক ৬
উদযাপন ৬
কমিটি গঠন ৬
নিবন্ধন করুন ৭
উদ্যোগ ৭
অনুমোদন ৭
সম্মেলন ঘোষণাপত্র ৮

স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যগণ :

১.	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	কো-চেয়ারপার্সন
৩.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৪.	সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৮.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	সভাপতি, মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
১০.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২.	সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স	সদস্য
১৩.	সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্টস	সদস্য
১৪.	সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স	সদস্য
১৫.	সভাপতি, সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ	সদস্য
১৬.	সভাপতি, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)	সদস্য
১৭.	সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	সদস্য
১৮.	সভাপতি, কোয়ালিশন ফর আরবান পুওর	সদস্য
১৯.	কো-চেয়ারপারসন, এলিসিজি আরবান সেক্টর ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি	সদস্য
২০.	সভাপতি, রিহ্যাব	সদস্য
২১.	প্রধান, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম	সদস্য সচিব

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম লোগো নির্বাচন

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের জন্য একটি অর্থবহ লোগো নির্বাচনের প্রক্রিয়া আরবান ফোরামের ১ম অধিবেশনের জন্য গঠিত আয়োজক কমিটি প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী উপ-কমিটির উপর দায়িত্বভার অর্পণ করে। কমিটি জিআইজেড (জার্মান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা) এর সহায়তায় জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লোগো প্রতিযোগিতা আহবান করে। লোগো নির্বাচন প্রতিযোগিতায় ১০০ টির বেশি প্রস্তাবনা জমা পড়ে। বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সচিবালয় প্রধান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, শিল্পী হাশেম খান, ডিজাইনার আনীলা অ্যান্ড্রেজ, প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনী উপ-কমিটির আহবায়ক স্থপতি ইকবাল হাবিব এবং জিআইজেড'র একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলী স্থপতি তারেক হায়দার প্রস্তাবিত লোগো ঈষৎ পরিমার্জিত আকারে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের লোগো হিসেবে নির্বাচন করেন। বৃক্ষের আদলে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের গঠন এবং প্রক্রিয়ার বিষয়সমূহ নির্বাচিত লোগোতে সম্যকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।

নির্বাচিত লোগোর নকশাকারীকে জিআইজেড এর অর্থানুকূল্যে ৫০,০০০ টাকার চেক প্রদান করা হয়। ■

নগর জীবনে বাংলাদেশের শিশুরা

শৈশবের অভিজ্ঞতা এখন ক্রমেই নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। ১০০ কোটিরও বেশি শিশুসহ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি এখন নগর ও শহরে বাস করে। কর্মসংস্থান, উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে শহর ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হলেও সারা বিশ্বের শহর এলাকার লাখ লাখ শিশু অভাব-অনটন আর বঞ্চনার মাঝেই বেড়ে উঠছে। এসব শিশু তাদের অধিকার লঙ্ঘনের মতো যেসব দুর্ভোগের মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলোসহ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পথের প্রতিবন্ধকতাসমূহ তুলে ধরছে বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০১২। অভিবাসন, আর্থিক কষ্ট ও দুর্যোগের ঝুঁকিসহ শিশুদের শহর জীবনকে প্রভাবিত করছে এমন প্রপঞ্চগুলো এই প্রতিবেদনে আলোচনা করা হয়েছে।

নগরায়ণ : বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ; যেখানে ২০০৫ সালে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করতো ৯৬৪ জন। ব্রাজিলে এ সংখ্যা প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র ২০ জন। এখনও প্রধানত কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও এটি পরিষ্কার যে, এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত নগরায়ণ ঘটছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য কমে দাঁড়িয়েছে ৬৩ শতাংশ থেকে ২১.৩ শতাংশে। আরো একটি বিষয় পরিষ্কার যে, বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) শহরের জনসংখ্যার অবদান ১৯৭২ থেকে ২০০৭ সালের ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে। উন্নত জীবনব্যবস্থার আঙ্গিকে দ্রুত নগরায়ণ ঘটেনি – যে কারণে বাংলাদেশে সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিতদের বাস বস্তিতে।

বাংলাদেশে বস্তি এবং বস্তির শিশুরা : ২০০৮ সালের বস্তির জনসংখ্যার হিসেব অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৬০ থেকে ৭০ লাখ লোক বস্তিতে থাকে; যা মেট্রোপলিটন এলাকার জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ এবং শহরের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১০ সালে বস্তির জনসংখ্যা ছিল ৭০ লাখ যা মোট জনসংখ্যার প্রায় পাঁচ শতাংশ। বেশিরভাগ শহর এলাকায় ব্যাপক সুযোগ ও ব্যাপক বঞ্চনা পাশাপাশি অবস্থান করছে।

শিক্ষা : বাংলাদেশে উপাত্ত নির্দেশ করে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির ক্ষেত্রে শহর এলাকার উন্নতি হলেও এবং বস্তি এলাকা এখনও সেই অবস্থানে পৌঁছাতে পারে নি। শহরে সুযোগগুলো সমানভাবে সকলের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না। যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রকৃত উপস্থিতির হারের ক্ষেত্রে জাতীয় গড় ৪৯ শতাংশ (৪৮ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে এবং ৫৩ শতাংশ শহর এলাকায়), সেখানে বস্তিতে এ হার মাত্র ১৮ শতাংশ। এ ছাড়া বস্তিতে স্কুল থেকে ঝরে পড়া ও পুনঃভর্তির হার খুবই বেশি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে জেন্ডার সমতা ভয়ানক দুর্বল। জাতীয় গড়ের চেয়ে বস্তিগুলোতে তিনগুণ বেশি শিশু শ্রমিক থাকে (১৩ শতাংশ, ২০০৬ সালের বহুসূচক গুচ্ছ জরিপ অনুযায়ী)। পথে বসবাসকারী ও কর্মজীবী শিশু, অভিবাসিত, শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত শিশুরাসহ সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলো শহরের স্কুলগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যবাধকতার বিপত্তিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু বাধার মুখোমুখি হয়।

স্বাস্থ্য : শহরে শিশুরা স্বাস্থ্য সেবার কাছাকাছি থাকলেও সে সুযোগ তারা পাবে কি না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। রোগব্যাধি ছড়ানোর জন্য সহায়ক সংকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যে শহরের দরিদ্র মানুষের জন্য সেবাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নমানের। প্রায়ই এখানকার মানুষগুলোকে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় কিংবা স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রিমিয়াম দিতে বাধ্য করা হয়। ২০০৯ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত এক বহুসূচক গুচ্ছ খানাজরিপে প্রাপ্ত তথ্য নির্দেশ করে যে, বস্তি এলাকায় অনুর্ধ্ব-৫ বছরের শিশু মৃত্যুর হার ৭৯ শতাংশ; যা কি না গোটা শহরাঞ্চলের হারের চেয়ে বেশি এবং গ্রামীণ হারের চেয়ে ৪৪ শতাংশ বেশি। দক্ষ ধাত্রীর উপস্থিতিতে শিশু জন্মদানের অনুপাত পর্যালোচনা করলে বস্তিগুলোতে কোন আনুষ্ঠানিক সেবার ব্যবস্থা নেই, নেই কোন নিয়মিত চিকিৎসক ও সেবিকা। তবে বর্তমানে প্রশিক্ষিত কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করছে।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন : বিশ্বব্যাপী গ্রামাঞ্চলের (৭৮ শতাংশ) চেয়ে শহরাঞ্চলের (৯৬ শতাংশ) মানুষ উন্নত সুপেয় পানীয় সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু শহরের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির সাথে এ হার তাল মেলাতে পারে না। শহরের দরিদ্রতম জেলাগুলোর মধ্যে এক লিটার পানির জন্য ধনীদের তুলনায় তাদের কয়েক গুণ বেশি খরচ করতে হয়। নিরাপদ খাবার পানি এবং ন্যূনতম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ না থাকায় এবং সাথে ব্যাপক ঘনবসতি যোগ হয়ে পুরো পরিবেশকে দূষিত করে।

সুরক্ষা : বাংলাদেশে শিশুরা সাধারণভাবে বহুমাত্রিক বঞ্চনা, সহিংসতা, অপব্যবহার ও নির্যাতনের শিকার হয়। এটি প্রায় সবখানেই ঘটে – পরিবার, পথেঘাটে, কমিউনিটি, কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয় অথবা যে কোন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। ১৮ বছরের নিচে শিশুদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪৫%। শিশু দারিদ্র্য ও বৈষম্যের ওপর ২০০৯ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে, ৪৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে বাস করে যেখানে ২৫ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। যেখানে শিশুদের অর্ধেকই দারিদ্র্য। এসব শিশুরা মৌলিক সামাজিক নিরাপত্তা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও তথ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে যেখানে বাংলাদেশে জন্ম নিবন্ধনের হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, সেখানে বস্তিতে এ হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অর্ধেক। জাতীয় শিশু শ্রম জরিপ ২০০২-২০০৩ অনুযায়ী, দেশের ৭৪ লাখ ২০ হাজার শিশুর মধ্যে প্রতি ছয়জনে একটি শিশু কাজ করে। বাংলাদেশে দরিদ্র ও শহরে কাজ করা শিশু, পথ শিশু এবং এতিমরাই বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এক হিসেবে দেখা গেছে, ২০১১ সালে ১০-১৪ বছর বয়সী সাড়ে নয় লাখ শ্রমিক শিশু এবং ০-১৪ বছর বয়সী ১০ লাখ পথ শিশু আছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের ০.৬৬ শতাংশ এসব শিশুদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

অভিবাসন : তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, বাংলাদেশে মৌলিক সামাজিক সেবার চেয়ে অর্থনৈতিক কারণে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসিত হয়। এখানে শহরের জন্য শিশুরা তাদের পরিবারকে ছেড়ে যাওয়ার পেছনে সবগুলো কারণই কাজ করে। প্রাপ্তবয়স্কদের মতো উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে, শিক্ষার সুযোগ খুঁজতে অথবা দারিদ্র্য, দ্বন্দ্ব বা দুর্যোগ এবং খাদ্য সংকট থেকে মুক্তি পেতে শিশুরা শহরে অভিবাসিত হয়। এছাড়া পারিবারিক পরিস্থিতি যেমন পিতামাতা বিয়োগ বা অস্থিতিশীল ও জটিল পারিবারিক অবস্থা শিশুদের অভিবাসনের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক আঘাতসমূহ : অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাবে বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়, কাজের পরিবেশ নষ্ট হয়, প্রকৃত আয় কমে যায় এবং খাদ্য ও জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যায়। খাদ্য ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় দরিদ্র লোকজন বিশেষ ঝুঁকিতে আছে কারণ তারা ইতিমধ্যে খাদ্যের জন্য তাদের আয়ের অর্থের ৫০-৮০ শতাংশ খরচ করছে।

শহুরে সহিংসতা ও অপরাধ : বঞ্চনা থেকেই অপরাধ ও সহিংসতার জন্ম হয়। বিশ্বের ৫০টি শীর্ষ ধনী রাষ্ট্রের মধ্যে ২৪টির ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বেশি বৈষম্যপূর্ণ সমাজে উচ্চমাত্রার অপরাধ, সহিংসতা এবং কারাবিরোধ বিদ্যমান। হামলা, ছিনতাই, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও হত্যা যাই হোক না কেন অপরাধ ও সহিংসতা শহরাঞ্চলের শিশুকে প্রভাবিত করে। এসব ঘটনার মুখোমুখি হলে তা শিশুদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তেমনি তা পড়ালেখায় খারাপ ফল, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার উচ্চহার, উদ্বেগ, হতাশা, বৈরি আচরণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতার সমস্যারও জন্ম দেয়। বিশ্বের অনেক অংশেই শহরের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো চাঁদাবাজি, ছোটখাটো চুরি বা হত্যার মতো অপরাধের জন্য পরিচিত। শহরের প্রান্তিক অংশে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী শিশুদের ভেতর নিজস্ব পরিচিতি, একাত্মবোধ ও সুরক্ষার উপলব্ধির পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কারও দিয়ে থাকে।

দুর্যোগ : শহরের দারিদ্র্য আরো জটিল হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। দুর্যোগের সময়, হতাহতের ঝুঁকির মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে শিশুরা। শহরের দরিদ্রতম শিশুরা অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে ঠুনকো উপাদান দ্বারা তৈরি বাড়িঘরে থাকে যা তীব্র ঝড়ো বাতাস, ভূমিধ্বস, ধেয়ে আসা পানি বা ভূমিকম্প সামলাতে পারে না। এসব বাসা হয় প্রায়ই অতিমাত্রায় ঘনবসতিপূর্ণ বস্তিতে বা বন্যাপ্রবণ সমভূমি কিংবা ঢালু জমিতে স্থাপিত অস্থায়ী বসতিতে যা সহজেই প্লাবিত হয়, সেতুর নিচে বা শিল্পবর্জ্য ফেলা হয় এমন জায়গার কাছাকাছি।

সুপারিশমালা : শিশুরাই প্রথম

- আমাদের শহরের শিশুদের প্রয়োজন অনুধাবন– কিছু বাংলাদেশি নীতিনির্ধারকের পক্ষে এটি মেনে নেয়া কষ্টকর যে, নগরায়ণের স্বাভাবিক ধারাকে স্থির বা পাল্টে দেয়ার কোন উপায় নেই। এখানে সরকারের নগর উন্নয়নের কোন সমন্বিত নীতি নেই যা বস্তিবাসীদের মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুযোগ লাভের অধিকার দেয়।
- অন্তর্ভুক্তির পথে বাধাগুলো দূর করা – যদি বাংলাদেশে বস্তিবাসী ও অবস্তিবাসীদের মধ্যকার বৈষম্যগুলো বাড়তে দেয়া হয় তাহলে দেশটিতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জিত হবে না। বস্তিবাসীরা বারবার কিংবা স্থায়ীভাবে উচ্ছেদের হুমকিতে থাকে।
- শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে অংশ নিয়ে কাজ করা– বাংলাদেশের পরিসংখ্যান তুলে ধরে যে, শহরের বস্তিগুলোকে চূড়ান্ত মাত্রায় বঞ্চিত। এ হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি যেখানে সামাজিক সেবাদানের ক্ষেত্রে এখনও গ্রামাঞ্চলের চেয়ে বস্তিগুলোর অবস্থা ভাল।
- শহরে বেড়ে ওঠা প্রান্তিক ও দরিদ্র শিশুদের অধিকারগুলো ভোগ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক, জাতীয়, পৌরসভা ও সমাজের নেতৃস্থানীয়দের সম্পদ ও উদ্যম একত্রে কাজে লাগাতে হবে।

আরিফা এস শারমিন
কম্যুনিকেশন ম্যানেজার, ইউনিসেফ বাংলাদেশ
বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০১২ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লিখিত

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
৫-৭ ডিসেম্বর ২০১১

নগর জীবনে শিশুরা : আমাদের করণীয় শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক দেশের সকল শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ১৪ মে বিকেলে রাজধানীতে প্রথম আলোর আয়োজনে ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় **'নগর জীবনে শিশুরা : আমাদের করণীয়'** শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনাকালে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। গণমাধ্যমের ব্যাপক ভূমিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিশুরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের দেশ গঠনে নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেতন ও শিক্ষিত জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বস্তিবাসী শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, নিরাপদ আবাসনসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের শিক্ষার মান বাড়াতে বছরের প্রথমে বিনামূল্যে বই হাতে তুলে দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৌচাগার নির্মাণ, মিল চালু, পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষার প্রচলন করেছে। তিনি বলেন, এছাড়াও শিশুনীতি বাস্তবায়নের কাজসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুমের সঞ্চালনায় এতে মহানগরীর বিভিন্ন বস্তি থেকে আগত ২০ জন শিশু বৈঠকের আলোচনায় অংশ নেয়। এ সময় নগর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম আগত শিশুদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। বৈঠকে বক্তারা বলেন, ঢাকা শহরে অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ হয়েছে। এতে পরিবেশ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। জীবিকার তাগিদে গ্রামের মানুষ শহরমুখী হয়ে পড়ায় মহানগরীতে জনসংখ্যার চাপ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে খেলার মাঠ, পরিকল্পিতভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। শিশুরা খাঁচার মাঝে বেড়ে উঠছে। এ থেকে সকলকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে হবে। নগর বিশেষজ্ঞ নজরুল ইসলাম বলেন, নগর পরিকল্পনায় বস্তিবাসী শিশুদের নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। পরিপূর্ণ পুনর্বাসন নিশ্চিত না করে বস্তি উচ্ছেদ করলে শিশুরাই অসহায় অবস্থায় পড়ে। তিনি বলেন, বস্তিবাসীদের আশ্রয়ের নিশ্চয়তা দিলেই বস্তিতে বেড়ে ওঠা শিশুরা সমাজের সুবিধাভোগী শিশুদের মত সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার নিশ্চয়তা পাবে। সম্প্রতি নগর নীতিমালায় বিষয়টি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ■

সূত্র : ১৫ মে, বাসস

খুলনায় 'নাগরিক অংশগ্রহণ শক্তিশালীকরণ, দারিদ্র্য নিরসনমুখী ও জেন্ডার অনুকূল গাইড লাইন' শীর্ষক কর্মশালা

সিটি মেয়র ১৩ মে সকালে নগর ভবনের শহীদ আলতাফ মিলনায়তনে 'নাগরিক অংশগ্রহণ শক্তিশালীকরণ, দারিদ্র্য নিরসনমুখী ও জেন্ডার অনুকূল গাইড লাইন' শীর্ষক এক কর্মশালার উদ্বোধন করেন। কেসিসি পরিচালিত 'আরবান পাবলিক এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তপন কুমার ঘোষের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন কেসিসি'র প্যানেল মেয়র-১ আজমল আহমেদ তপন, গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তৃতা করেন প্রকল্প পরিচালক যুগ্ম সচিব নাঈম আহমেদ খান ও স্বাগত বক্তৃতা করেন প্রকল্পের ডেপুটি ডাইরেক্টর নিতিশ চন্দ্র সরকার। খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বলেছেন, ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি ও আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নগর জীবনে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, নগরীতে স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর পরিবেশের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার। ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনার মাধ্যমে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের অংশগ্রহণে নগরীর পরিবেশ উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ■

সূত্র : ১৪ মে, বাসস

রিহ্যাব-ব্র্যান্ড ফোরামের গোলটেবিল : উপশহর গড়ে তুলে নিম্নবিত্তদের আবাসন সমস্যার সমাধান সম্ভব

রাজধানীসহ বড় শহরগুলোর চারদিকে উপশহর গড়ে তুলে নিম্নবিত্তদের আবাসন সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন আবাসন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলেছেন, এই উপশহর হতে পারে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে। ১২ মে শনিবার রাজধানীর গুলশান এভিনিউয়ের 'রেডিয়াস সেন্টারে' আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে আবাসন ব্যবসায়ীরা এই আহ্বান জানান। বেসরকারি আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এবং বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম যৌথভাবে এর আয়োজন করে। বৈঠকে বলা হয়, বেসরকারি আবাসন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়ে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিতে পারে। মানুষ যাতে তার মৌলিক অধিকার বাসস্থান থেকে বঞ্চিত না হয়, সে জন্য সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে এবং আবাসন খাতের গতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে অপ্রদর্শিত অর্থকে এই খাতে আসার সুযোগ দিতে হবে। গত বাজেটে সুযোগটি তুলে নেওয়া হয়। সভাপতির বক্তব্যে রিহ্যাবের সভাপতি নসরুল হামিদ বলেন, রাজধানীতে জমির দাম অত্যধিক চড়া বলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব। তাই কম দামে জমি পেতে শহরের বাইরে যাওয়া উচিত। একই ধরনের অভিমত দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস বলেন, জমির চড়া দামের সমস্যার প্রধান সমাধান হচ্ছে শহরের সীমানা বাড়ানো। জমির সদ্ব্যবহারের জন্য প্লটের বদলে ফ্ল্যাটের ওপর জোর দেন রিহ্যাবের সদস্য অধ্যাপক আবু ইউসুফ মো. আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, তিন থেকে পাঁচ কাঠার প্লট বিক্রি করা দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই প্লট একসময় বিপর্যয় বয়ে আনবে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) বোর্ড সদস্য (পরিকল্পনা) শেখ আবদুল মান্নান বলেন, রাজউক বর্তমানে উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে রিহ্যাবের যুগ্ম সম্পাদক মেজর (অব.) জামশেদ হাসান এবং অন্য কয়েকজন সদস্যও বক্তব্য দেন। ■

তথ্যসূত্র : ১৩ মে, দৈনিক প্রথম আলো

বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত

২৮ শে এপ্রিল ২০১২ তারিখে আগারগাঁওস্থ আইডিবি মিলনায়তনে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অন্বেষণ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট রহমত আলী এম.পি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি এম.পি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোস্তফা কাইয়ুম খান, ন্যাশনাল পলিসি সাপোর্ট কনসালট্যান্ট, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম নাজেম, সাম্মানিক সচিব, নগর গবেষণা কেন্দ্র; জনাব আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, ওয়ার্কাস পার্টি; জনাব মিলন বিকাশ পাল, নির্বাহী পরিচালক, পিএসটিসি। অন্বেষণ বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের অংশ হিসেবে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯ দ্বিতীয় অংশ : বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন শীর্ষক কতিপয় ধারা সন্নিবেশ প্রস্তাব করে উত্থাপন করে। ব্যারিস্টার রায়হান খালেদ এই প্রস্তাবনা প্রণয়ন করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি এম.পি বলেন, তিনি বিলটি সংসদে উত্থাপন এবং আইন আকারে পেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি আশাবাদী যে, বিলটি সংসদে আইন হিসেবে গৃহিত হবে। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে এনজিও, সুশীল সমাজ, বস্তিবাসীরা অন্বেষণকে এমন উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং কতিপয় সুপারিশ প্রস্তাব করেন। অন্বেষণ সেমিনারে অভ্যাগতদের সুপারিশসমূহ আরো যাচাই-বাছাই করে মূল প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস প্রদান করেন। ■

খসড়া কৃষিভূমি সুরক্ষা এবং ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১ এর উপর মতবিনিময় সভা আয়োজন

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ দুপুর ৩টায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্সের উদ্যোগে বিআইপি মিলনায়তনে খসড়া Agriculture Land Protection and Land use Act 2011 এর উপর একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিআইপি'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত থেকে উক্ত খসড়া আইনের উপর তাঁদের নিজ নিজ মতামত তুলে ধরেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্সের প্রেসিডেন্ট পরিকল্পনাবিদ প্রফেসর ড. গোলাম রহমান। এ সময় বিআইপি'র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী পর্ষদ সদস্য পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ রাসেল কবির, পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ আল মামুনসহ বিআইপি'র সম্মানিত জ্যেষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে পরিকল্পনাবিদ ড. জাহিদ হোসেন খান, পরিকল্পনাবিদ আল আমীন, পরিকল্পনাবিদ সৈয়দা মুনিরা আক্তার খাতুন, পরিকল্পনাবিদ মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সদস্যবৃন্দ প্রস্তাবিত খসড়া আইনের বিভিন্ন অসংগতি তুলে ধরে এ বিষয়ে নিজ নিজ প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। ইতোপূর্বে উল্লেখিত এ আইনের উপর ই-মেইলে বিআইপি'র সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের মতামত চাওয়া হয়। বিআইপি'র সাধারণ সম্পাদক পরিকল্পনাবিদ খোন্দকার এম আনসার হোসেন ই-মেইলে প্রস্তাবিত আইনের উপর বিআইপি'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রেরিত মতামতের একটি সারসংক্ষেপ সভায় উত্থাপন করেন। ■

বাংলাদেশ আর

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নগরায়ন : স

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম

৫-৭ ডিসেম্বর, ২০১১

BANGLADESH

URBAN

FORUM

5-7 December, 2011

পুনর্বাসন

গোপালগঞ্জে নগর দরিদ্র বস্তিবাসী ২০০ পরিবারের স্থায়ী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু এবং অগ্রগতি

বিগত ২০০৯ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে গোপালগঞ্জ শহরের দক্ষিণ মৌলভীপাড়া এলাকার ৩৫০টি পরিবার সরকারী খাস জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। মাত্র একদিনের নোটিশে উচ্ছেদ কাজ সম্পন্ন হয়। ফলে তারা গৃহহারা হয়ে মানবেতর জীবন যাপন শুরু করে। কমিউনিটির দরিদ্র মানুষের সংগঠন কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটি (সিডিসি) এবং পৌরসভার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক খাবার, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়। পৌরসভার মেয়র এবং ক্লাস্টার সিডিসির নেতৃবৃন্দ জমির মালিকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করে উচ্ছেদকৃতদের শহর থেকে একটু দূরে অস্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে মাথা গোঁজার ঠাই করে দেন। শহর থেকে দূরে আশ্রয় নেয়ার কারণে গৃহহীন পরিবারের সদস্যদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই উচ্ছেদের ফলে নগর দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে নির্মিত ১৭ মিলিয়ন টাকার মূল্যমানের সুবিধাদি / অবকাঠামো ধ্বংস হয়। ইউএনডিপি এবং ইউপিপিআর এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার বিষয়ে তাদের মতামত জেলা প্রশাসনের কাছে জানায়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ লক্ষ করে উচ্ছেদকৃতদের পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ কাজ করার মত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দক্ষ লোকবল এবং নীতি নির্ধারণী মহলে সচেতনতা বৃদ্ধি ও চাপ সৃষ্টি করার মত সুশীল সমাজ নেই। এই উপলব্ধি থেকে প্রকল্প পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়া ও নীতি নির্ধারণী মহলে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প পন্থা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন পেশার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদলকে থাইল্যান্ডে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে পাঠানো হয় ।

- এই অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুনর্বাসন কাজ শুরু করার লক্ষ্যে মোট ১১টি কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক উচ্ছেদকৃতদের পুনর্বাসনের জন্য জমির ব্যবস্থা করবেন বলে ঘোষণা দেন। একই অনুষ্ঠানে গোপালগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মহোদয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সড়ক নির্মাণ, পানি সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ।

সংযোগ সড়ক এবং মাটি ভরাটকৃত জমি

- ইউপিপিআর এর সহায়তায় চিহ্নিত খাস জমিতে উচ্ছেদকৃত ২০০ পরিবারের জন্য পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় ৪.১৬ একর জমি পৌরসভাকে ৯৯ বছর মেয়াদী লিজ প্রদান করে। ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত জমির মাটি ভরাটকরণ এবং সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় পৌর মেয়র নেতৃত্ব প্রদান করেন। মাননীয় মেয়র মহোদয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করেছেন যেখানে জন্ম, মৃত্যু সনদ এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করা হয়। সিডিসি ২ নং ক্লাস্টার সিডিসির লিডার 'নলেজ ও ইনফরমেশন সেন্টার' স্থাপন করেছে। এলজিইডি মধুমতি খাল সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প গ্রহণ করেছে।
- তাছাড়া পৌরসভা পুনর্বাসন এলাকায় পানি সংযোগ লাইন স্থাপন করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এ ছাড়া পুনর্বাসন এলাকায় পুরোপুরি মাটি ভরাট করার লক্ষ্যে ৫০৪ টন গমের একটি প্রকল্প প্রস্তুত করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। ■

মো: সরোয়ার হোসেন খাঁন, টাউন ম্যানেজার, ইউপিপিআর প্রজেক্ট, গোপালগঞ্জ পৌরসভা

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপ পেয়েছেন আবদুল মান্নান খান

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান খান যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হয়েছেন। একজন রাজনৈতিক নেতার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষতা অর্জনসংক্রান্ত এই ফেলোশিপ ১ জুন থেকে শুরু হচ্ছে। মাসব্যাপী এই ফেলোশিপ সম্পন্ন করতে প্রতিমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন। বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন এনে নেতৃত্বের উন্নয়ন এ ফেলোশিপের মূল উদ্দেশ্য। উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি অর্জনে চলমান প্রতিযোগিতার বিশ্বে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের লিডারশিপ কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

সাম্প্রতিক

করাইল বস্তি উচ্ছেদ সংক্রান্ত নির্দেশনা

করাইল বস্তি এলাকায় গুলশান লেকের পাড় ঘেঁষে গড়ে ওঠা বসতি এবং টং ঘর উচ্ছেদ করে কর্তৃপক্ষ । ৬, ১২, ১৯ ফেব্রুয়ারি ধাপে ধাপে চালানো এ উচ্ছেদ কার্যক্রমে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে উচ্ছেদ আতঙ্ক মূল করাইল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । এক পর্যায়ে করাইল এর অধিবাসীরা মহাখালী গুলশান ১ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করে। পরবর্তীতে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয়া হয়। এদিকে, হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ গত ২রা এপ্রিল ২০১২ তারিখে বিটিসিএল প্রধান এবং রাজউককে আদালতে তলব করে। একই আদালতের দেয়া আদেশ অনুযায়ী গুলশান লেক এবং পাড় অবৈধ দখলকারীদের থেকে কেন সম্পূর্ণ মুক্ত হচ্ছে না তা জানতে চেয়ে তাদেরকে ১৪ মে ২০১২ তারিখে আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছে। আদালত তাদের বক্তব্য শুনে ১৪ তারিখে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করেছেন (স্যুয়োমুটো রুল নং ৮/২০১২এবং রিট পিটিশন ৩৮১৪/২০১২ হাইকোর্টের আদেশ তাং: ১৪.৫.২০১২) । রাজউক ও বিটিসিএল কে আগামী ৫ই জুন ২০১২ এর মধ্যে গুলশান লেক এলাকা ডিমার্কেশনের নির্দেশ; বেলা-এর প্রতিনিধি ইকবাল কবীর লিটনকে গুলশান লেক এলাকায় রাজউক এর আনঅথরাইজড এলটমেন্ট এর লিস্ট ও কড়াইল বস্তির কোন অংশ গুলশান লেকের উপর আছে কিনা এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এফিডেভিট আকারে দেয়ার নির্দেশ; গুলশান লেক এলাকার মধ্যে যে সমস্ত অবৈধ দখলকৃত ভূমি ও আকাশচুম্বি ভবনের উপর হাইকোর্টের স্টে অর্ডার রয়েছে সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিষ্পত্তি করার নির্দেশ; ইতোমধ্যে যারা উচ্ছেদ হয়েছে তারা পুনরায় বসবাসের জন্য উচ্ছেদকৃত এলাকায় বস্তি ঘর নির্মাণ করতে পারবে না। তবে যারা এখনও কড়াইল বস্তি এলাকায় বসবাস করছে তাদেরকে উচ্ছেদ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । ■

উদযাপন

নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা'র ৪০ বছর পূর্তি

১৩ই মে (রবিবার) ২০১২ বাংলাদেশের নগর চর্চার ক্ষেত্রে পুরোধা প্রতিষ্ঠান নগর গবেষণা কেন্দ্র (CUS) এর ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হলো রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে। এ উপলক্ষে দিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলা একাডেমীর সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. কাজী খলিকুজ্জামান, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে CUS- এর পরিচিতি ও ৪০ বছরের অবদান তুলে ধরেন নগর গবেষণা কেন্দ্রের সম্মানিক সচিব প্রফেসর নূরুল ইসলাম নাজেম। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "নগরায়ণে বাংলাদেশ : বাস্তবতা ও রূপকল্প"র আলোকে 'নগরায়ণের বিন্যাস : বাস্তবতা ও রূপকল্প' এবং 'নগরায়ণ বিষয়াদি: বাস্তবতা ও রূপকল্প' শীর্ষক দুটি পৃথক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে নগরায়িত বাংলাদেশ। এজন্য চাই সুষম নগরায়ণ। এ লক্ষ্যে সারাদেশে নগরগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান বলেন, নগর গবেষণা কেন্দ্র (CUS) বাংলাদেশের নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে যে কাজটি করে চলেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা বর্তমান সময়ে নগরায়ণের মাত্রা অনেক বেড়েছে। নগর গবেষণা কেন্দ্র (CUS) পরিচালিত গবেষণার ফলাফল যদি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে সকলে উপকৃত হবেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ড. কাজী খলিকুজ্জামান বলেন– নগর গবেষণা কেন্দ্র ছোট হলেও এর কর্মপরিধি ব্যাপক। দেশের অপরিকল্পিত নগরায়ণে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নগর গবেষণা কেন্দ্র (CUS) এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি নগর গবেষণা কেন্দ্রের সাম্মানিক চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলেন, নগরের সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং তাদের নিয়মিত গবেষণা কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা জরুরি। এক্ষেত্রে দেশের একমাত্র নগর গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান নগর গবেষণা কেন্দ্র (CUS) দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রেখে চলেছে। বিগত বছরগুলোতে নগরায়ণ সম্পর্কিত বিভিন্ন পদক্ষেপে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করেছে। যার মধ্যে জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন মেয়াদী আবাসন পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন অন্যতম। সর্ব সম্প্রতি বাংলাদেশ আরবান ফোরাম গঠনে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছে। ■

Celebrating 40 Years of
Centre for Urban Studies, Dhaka
নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা

কমিটি গঠন

বাংলাদেশ উপজেলা পরিষদ সমিতি'র রাজশাহী বিভাগীয় কমিটি গঠন

গত ৮ মে রাজশাহী বণিক সমিতি'র সম্মেলন কক্ষে উপজেলা পরিষদ সমিতি এবং ইউএসএইড এর সহায়তায় পরিচালিত 'স্ট্রেংদেনিং ডেমোক্রেটিক লোকাল গভর্নমেন্ট (এসডিএলজি) প্রোগ্রাম' যৌথ উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ সমিতি'র রাজশাহী বিভাগীয় কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করে। চারঘাট উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আবু সাইদ চাঁদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এসডিএলজি চিফ অব দি পার্টি ড. জেরিন খানম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপজেলা পরিষদ সমিতি'র কেন্দ্রীয় মহিলা বিষয়ক কমিটির সভানেত্রী রাশেদা আখতার, মহাসচিব কামরুন্নাহার লুনা, সাংগঠনিক সম্পাদক মারিয়া বিনতে খান এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পারভীন আক্তার উপস্থিত ছিলেন । ■ *তথ্যসূত্র : ৮ মে, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা*

নিবন্ধন করুন

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে জাতীয় কনভেনশন

ওয়াটার এইড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউওএম), রেইন ফোরাম এর সহযোগিতায় এবং সিএসই, ইন্ডিয়া'র সহায়তায় আগামী ১৫-১৭ জুন ২০১২ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে জাতীয় কনভেনশন আয়োজন করতে যাচ্ছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন www.rainwaterconvention.org

ওয়ার্ল্ড সিটিজ সামিট

সিঙ্গাপুরে জুলাই ১-৪, ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড সিটিজ সামিট। একই সময়ে সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার উইক এবং ক্লিন ইনভায়রোসামিট সিঙ্গাপুরও প্রথমবারের মত একসাথে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানের বিস্তারিত

WORLD CITIES SUMMIT

পাওয়া যাবে- http://www.worldcities.com.sg/pdf/WCS_SIWW_CESS_Press_Release_20_April_2012.pdf

ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম

৬ষ্ঠ অধিবেশন আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ইতালি'র নেপলস শহরে। এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'দি আরবান ফিউচার'। মূল প্রতিপাদ্যের আলোকে নগর পরিকল্পনা, সাম্যতা ও সমৃদ্ধি, প্রডাক্টিভিস সিটিজ এবং আরবান মোবিলিটি, এনার্জি ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব - এই চারটি প্রধান বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। কেনিয়ার নাইরোবিতে ২০০২ সালে ১ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বার্সেলোনায় ২০০৪ সালে, ভ্যানকুভার ২০০৬ সালে, নানজিং ২০০৮ সালে এবং ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে ২০১০ সালে ৫ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইতালির নেপলসে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব আরবান ফোরামের ৬ষ্ঠ অধিবেশন বিস্তারিত জানা যাবে- http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=672&cid=11067

WORLD URBAN FORUM6 "THE URBAN FUTURE"

ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরামের ৬ষ্ঠ অধিবেশনকে সামনে রেখে সবার মতামত, বক্তব্য, বিষয় তুলে ধরা এবং সবার সাথে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়ার জন্য ওয়েব ভিত্তিক পোর্টাল চালু করা হয়েছে। ৭ মে ২০১২ তারিখে এই সাইটটি চালু করা হয় । নির্ধারিত চারটি ডায়লগ ভিত্তিক আলোচনা সারসংক্ষেপ ইমেইলের মাধ্যমে জানার সুযোগও রয়েছে । আপনার মতামত ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (এমনকি ছবি, ভিডিও) সবার সাথে বিনিময় করার জন্য আপনি এই সাইটে ভিজিট করতে পারেন www.worldurbanforum.org

পরিবহণ সমস্যা নিরসন : আসছে ২৯০টি বাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের জন্য নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থার (বিআরটিসি) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ৮ মে বিআরটিসির ৩৩ টি আমদানীকৃত বাস উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ আহবান জানান। দেশের পরিবহণ সমস্যা সমাধানে ২ কোটি ৪০ লাখ ডলার ব্যয়ে ২৯০ টি বাস সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে ৩৩ টি দ্বিতল বাস চালু করা হচ্ছে। এ ছাড়া আরও ১০০ টি একতলা এসি ও ৫০ টি আর্টিকুলেটেড বাস আমদানির প্রক্রিয়া চলছে। বিআরটিসির বহরে আরও ৫০০ টি ট্রাক যুক্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চালকদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও তাদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন । ■ *তথ্যসূত্র : ৯ মে, দৈনিক প্রথম আলো*

নগর সড়ক বাতি : সৌরশক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত

সকল সিটি করপোরেশনের সড়ক আলোকিত করার জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৮৭৫ কোটি টাকা। সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) এক বৈঠকে এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩৮৫ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার এবং বাকি টাকা বিভিন্ন সহায়তা তহবিল থেকে সংগ্রহ করে এ অর্থ ব্যয় করা হবে। এ সিদ্ধান্তের আওতায় সকল সিটি করপোরেশনে সড়ক আলোকিত করার জন্য সোলার বা সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের নতুন দিগন্তে প্রবেশ করবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং রংপুরে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার সড়কে এলইডি বাতি ব্যবহার করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদকাল ধরা হয়েছে জানুয়ারি ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৫ সাল। ■ *তথ্যসূত্র : ২ মে, দি ডেইলি স্টার*

নগরায়ণ তথ্য ভাণ্ডার : পিপিআরসি-বিবিএস সমঝোতা

নগরায়ণ সম্পর্কিত তথ্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং বেসরকারী গবেষণা সংস্থা পাওয়ার এন্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এর মধ্যে সম্প্রতি এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)'র কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমঝোতা স্মারকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পিপিআরসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এবং বিবিএস এর মহাপরিচালক শাজাহান আলী মোল্লা স্বাক্ষর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আরবান ফোরামসহ বিশ্বব্যাংক, নগর গবেষণা কেন্দ্র, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও নগরায়ণ সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন । ■ *জয়ন্ত কুমার পাল, পিপিআরসি*

দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের মাধ্যমে বাসযোগ্য নগরী গড়ার প্রত্যয়ে স্বাক্ষরতা ক্যাম্পেইন

মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ম্যাব যৌথভাবে ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর ডিজাস্টার রিডাকশন-ইউএনআইএসডিআর -এর সঙ্গে বিগত ৩০ মার্চ ২০১২ এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় ''দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের মাধ্যমে বাসযোগ্য নগরী নিশ্চিতকরণ'' শীর্ষক স্বাক্ষরতা ক্যাম্পেইন আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মাননীয় মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সচিব আবু আলম মো. শহীদ খান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের মাননীয় সচিব ড. মোঃ আসলাম আলম। স্বাক্ষরতা ক্যাম্পেইনে ইউএনআইএসডিআর প্রধান ও জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত মিস. মার্গারেটা ওয়ালস্ট্রম সম্মানিত অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় একশটি স্বাক্ষরকারী পৌরসভার মেয়রবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিকাল ৫টায় এলজিইডি ভবনের সামনে দুর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত ও বাসযোগ্য নগর গড়ার লক্ষ্যে সরকার ও উন্নত বিশ্বের সহযোগিতা বৃদ্ধির দাবিতে মেয়রবৃন্দ মানববন্ধন করেন। মানববন্ধন শেষে সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে এলজিইডি ভবন অডিটোরিয়ামে স্বাক্ষরতা ক্যাম্পেইন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ৮৮টি শহর/ নগরের মেয়রবৃন্দ বাসযোগ্য নগর গড়ার প্রত্যয়ে মিস. মার্গারেটা ওয়ালস্ট্রমের উপস্থিতিতে ইউএনআই-এসডিআর সনদে স্বাক্ষর প্রদান করেন। ■

২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপি অনুমোদন

আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পে ৫৫ হাজার কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) হাতে নিয়েছে সরকার। ১৯ মে শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এনইসির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নতুন অর্থবছরের এডিপির আকার চলতি অর্থবছরের এডিপি থেকে ১৯ দশমিক ৫৬ শতাংশ বা নয় হাজার কোটি টাকা বেশি। আর সংশোধিত এডিপি থেকে ১৪ হাজার কোটি টাকা বেশি। বাস্তবায়িত না হওয়ায় কাটছাঁটের পর চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির আয়তন ৪১ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। আগামী এডিপিতে পদ্মা সেতু প্রকল্পের জন্য তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা পুরোটাই সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে। তবে এর মধ্যে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে জাপান ঋণসহায়তা মওকুফ তহবিল থেকে। ৫৫ হাজার কোটি টাকার নতুন এডিপির মধ্যে স্থানীয় মুদ্রায় জোগান দেওয়া হবে ৩৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, আর বিদেশি সহায়তা পাওয়া যাবে ২১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। চলতি এডিপির মতো আগামী এডিপিতে সবচেয়ে বেশি সাত হাজার ৯১১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ খাতে, যা মোট বরাদ্দের ১৪ দশমিক ৫৭ শতাংশের বেশি। খাতওয়ারি বরাদ্দের বাইরেও স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন-সহায়তার নামে এক হাজার ৫১৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে এই বিপুল অর্থ ব্যয় করা হবে। এর বাইরে থোক বরাদ্দ হিসেবে এক হাজার ৭৪০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। নতুন এডিপিতে ৩৫টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে নতুন করে ১৯২টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সব মিলিয়ে আগামী এডিপিতে প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৩৭।

তথ্যসূত্র : ১৯ মে, দৈনিক প্রথম আলো

১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুমোদন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে পরিকল্পিত সুষম ও সমন্বিত উন্নয়ন অর্জনের জন্য ১০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) অনুমোদন করেছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)। শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় ১০ মে এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও এনইসির চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থাপিত সারসংক্ষেপে জানানো হয়, আর্থসামাজিক উন্নয়নে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গত দুই দশকের সাফল্যের ন্যায় বাংলাদেশও যেন ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে পারে, প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় তার প্রক্ষেপণ রয়েছে। এতে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো বর্ণিত হয়েছে। পরিকল্পনা দলিলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সালে ৮ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করা; মাথাপিছু আয় ২০২১ সালে দুই হাজার মার্কিন ডলারে উন্নীত করা; মূল্যস্ফীতির হার একটি সহনীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ৫ দশমিক ২ শতাংশে স্থির রাখা, ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যার হার সাড়ে ১৩ শতাংশে নামিয়ে আনাসহ বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীসহ এনইসির সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যসূত্র : ১১ মে, দৈনিক প্রথম আলো

মন্ত্রীসভায় জাতীয় শ্রমনীতি অনুমোদন

মন্ত্রীসভার নিয়মিত বৈঠকে শ্রমনীতি অনুমোদন করেছে সরকার। গত ৭ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ অনুমোদন দেয়া হয় । শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ নীতি প্রস্তুত করে। বর্তমান নীতিমালায় কৃষিসহ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের কল্যাণ, সুযোগ-সুবিধার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন শ্রমনীতিতে প্রবাসী শ্রমিক, কৃষি শ্রমিকসহ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সরকার, মালিক ও শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করে এ নীতি প্রণয়ন করা হয় । এতে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিকের অধিকার, ন্যায্য মজুরি, কী করে শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়, তা অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রমনীতিতে এই প্রথমবারের মতো অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারী শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা, শিশুশ্রম নিরসন ও নিরুৎসাহিত করা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে শ্রমকল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। *তথ্যসূত্র : ৮ মে, নিউএজ*

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
সম্মেলন ঘোষণাপত্র

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ, স্থানীয় সরকার, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, বেসরকারী ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ, সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ আরবান ফোরাম কর্তৃক নিচের বক্তব্যসমূহ গৃহিত হয়েছে। এই ঘোষণা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যৌথ নেতৃত্বে করা হলেও প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে দায়বদ্ধ থাকবে, যা নিচে বর্ণিত হলো এবং তারা সকলেই স্ব স্ব অবস্থানে থেকে দায়িত্ব এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাবে।

প্রস্তাবনা

১. আমরা নগর খাত এবং নগরায়ণ প্রক্রিয়া উভয়কেই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করি কেননা এর মাধ্যমে সম্ভব হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক আধুনিকীরণ, 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জন ও ২০২১ রূপকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

২. ব্যাপকহারে অভিবাসন, অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ণ ও বিশেষত অতি মাত্রায় সংঘটিত নগর জনসংখ্যার পুঞ্জীভবন প্রভৃতির ফলে সৃষ্ট দেশের নগরায়ণ মাত্রার আঞ্চলিক বৈষম্য ও নগরসমূহে দৃশ্যমান পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আমরা অবগত ।

৩. অধিকন্তু, অপর্যাপ্ত নগর সুশাসন ব্যবস্থার অভাবই যে এই সমস্যাসমূহ প্রকট করছে সেটাও আমরা উপলব্ধি করছি। এর পেছনে রয়েছে অতি মাত্রায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতা এবং নীতি নির্ধারণে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাব।

৪. আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশ এবং এর সরকারকে নানাবিধ সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - সার্বিকভাবে দেশের অতি উচ্চমাত্রার জন ঘনত্ব, নগরায়ণের দ্রুত বৃদ্ধি হার, জলবায়ু পরিবর্তন ও এ সম্পর্কিত প্রভাব যা গ্রামীণ এলাকায় অত্যন্ত প্রকটভাবে অনুভূত।

৫. আমরা জানি এবং লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশ আরবান সেক্টর পলিসি বা জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা (খসড়া) এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে টেকসই, কার্যকর এবং সমন্বিত নগরায়ণ প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা করা সম্ভবপর হবে।

৬. অধিকন্তু, আমরা আরো বিবেচনা করছি যে, যৌথ কার্যক্রম এবং অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা রয়েছে।

যে সকল বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ জরুরি

৭. নগরে বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা, প্রকট দারিদ্র্য ও বস্তি সমস্যা প্রভৃতি নিরসনে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কর্মপন্থা গ্রহণ জরুরি। এর জন্য দরকার চিহ্নিত খাতভিত্তিক কর্মকাণ্ড, যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিকভাবে মধ্য মেয়াদে গ্রহণ করবে।

৮. নগরায়ণ প্রক্রিয়ায় একটি স্বল্প আলোচিত দিক হল মূলত অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দুর্যোগের কারণে গ্রাম-নগর অভিগমন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া বিষয়ে একটি সামগ্রিক জরুরি নীতিমালা গ্রহণ ও কার্যকর প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ।

৯. নগর এবং শহরসমূহে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়েছে এবং তা মোকাবেলা করতে হবে। পানি ও পয়:নিষ্কাশন, অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এর অন্যতম। এই সব নাগরিক মৌলিক সুবিধা প্রদানে ব্যর্থতা বা অপর্যাপ্ততা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণ সুবিধার উন্নয়নের পথ বাধাগ্রস্ত করে।

১০. দুর্বল এবং ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত ভূমি এবং সম্পত্তি আইন/স্বত্ব মানুষের মৌলিক জীবন যাপনের ভিত যেমন অসহায় করে দেয় তেমনি ভূমিহীন/গৃহহীনদের সংখ্যা বাড়ায়। এর ফলে বাড়ে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। বিবেচনাহীন অমানবিক উচ্ছেদ জীবনকে মানবেতর করে এবং দরিদ্র মানুষদের স্বাভাবিক ও স্বস্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে ।

১১. নগরে বিরাজমান খারাপ পরিবেশ সকল নাগরিকের জন্য প্রচ্ছন্ন হুমকি, যেখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্র জনগণ। অতি উচ্চ ঘনত্বের বসতি, অসহনীয় যানজট ও দূষণ, বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটায়। এগুলোকে নিয়মিত নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থায় আনতে না পারলে সরাসরি উন্নয়নের গতি বাধাগ্রস্ত হবে।

১২. নগর সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধন দরকার। যার মধ্যে অন্যতম নগর উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা এবং প্রশাসন। স্থানীয় নগর সরকার পর্যায়ে আরো অধিক মাত্রায় বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি স্থানীয় সরকারসমূহকে আরো দক্ষ ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি

১৩. আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার করছি, একটি সমৃদ্ধ কিন্তু ন্যায়ভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব এবং স্থায়ীত্বশীল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নগরায়ণ নিশ্চিত করার, যেখানে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত থাকবে। এক্ষেত্রে, আমরা একমত যে, এই অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সকলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে ।

১৪. আমরা সবাই একমত যে, বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে নগরায়ণ ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশল গ্রহণ করা দরকার যার মাধ্যমে কাঙ্খিত অর্জনসমূহ নিশ্চিত হবে এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহকে দূর করবে। উপরন্তু, আমরা একমত যে, সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সুষম এবং কাঙ্খিত মাত্রায় পরিকল্পিত নগরায়ণ লক্ষ্য অর্জন করা যেখানে সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিবেশবান্ধব এবং উন্নয়নমুখীতার মত বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার পাবে।

১৫. উপরোল্লিখিত এইসব বর্ণনা এবং যৌথ কৌশলগত চিন্তাভাবনার প্রয়োজনীয়তার আলোকে সরকার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খসড়া জাতীয় নগরায়ণ নীতিমালা সংশোধন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করবে। নীতিমালার ২৪ টি ক্ষেত্রে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো হল:

১. নগরায়ণের বিন্যাস ও প্রক্রিয়া
২. স্থানীয় নগর পরিকল্পনা
৩. নগরের স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান
৪. নগরের স্থানীয় আর্থিক ব্যবস্থা ও সম্পদ সমাবেশীকরণ
৫. নগর ভূমি ব্যবস্থাপনা
৬. নগর গৃহায়ণ
৭. নগর দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন
৮. নগর পরিবেশ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা
৯. অবকাঠামো ও সেবাসমূহ
১০. নগর পরিবহণ
১১. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা
১২. পানি ও পয়:নিষ্কাশন
১৩. দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন
১৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা
১৫. সামাজিক কাঠামো
১৬. লিঙ্গ সম্পর্ক
১৭. নগর শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী এবং দলিত শ্রেণী
১৮. নগর বিনোদন, খেলার মাঠ, উদ্যান, উন্মুক্ত স্থান, ময়দান, ধর্মীয় স্থান এবং কবরস্থান, শশ্মান, গির্জা
১৯. ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক উন্নয়ন
২০. গ্রাম শহর সংযোগ
২১. আইন শৃঙ্খলা ও জন নিরাপত্তা
২২. আইন কানুন প্রণয়ন
২৩. নগর প্রশাসন ও পরিচালন
২৪. নগর গবেষণা, তথ্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১৬. আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকার করছি যে, বাংলাদেশ আরবান ফোরামকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হবে যার একটি স্থায়ী কার্যালয় থাকবে এবং যা নীতিমালা প্রণয়ন, গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে সহায়তা করবে ।

১৭. নগরায়ণ ও নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার নব নব উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে এতে বিভিন্ন জাতীয় সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের (ডেভেলপমেন্ট পার্টনারস) সহায়তা আহবান করবে।

১৮. আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আগামী ২০১২ সাল থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং এর পর মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এতে রাজধানী ছাড়াও পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে ।

সদস্যসমূহ, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম, ৭ ডিসেম্বর ২০১১

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র
৫-৭ ডিসেম্বর ২০১১

www.bufbd.org
www.facebook.com/BangladeshUrbanForum
নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা/মতামত পাঠান buf@bufbd.org
বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ের অস্থায়ী কার্যালয় (আইডিবি ভবন, ১২তলা আগারগাঁও) থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর সহায়তায় মুদ্রিত